গণেশ। তবে আসা হোল কখন?

কার্ত্তিক। আমরা এই ল্যাণ্ড্ কচ্চি, মা—আর ওঁরা সব কালীঘাটে গিয়ে রইলেন। আমি চৌরঙ্গি ঘুরে একবার এদিকে দেখে যাই মনে কোরে এসেছি আজ্ হোটেলে থাক্‌বো।

গণেশ। এবার বড় আরলিয়ার্ আসা হোয়েছে!

কার্ত্তিক। মার ব্যবস্থা কিনা! একে ইণ্ডিয়ান্ তায় মেয়ে মানুষ! ঠিক থাকে না। ও সব বিষয়ে আমাকে কেউ বোল্‌তে পারে না। কার্ত্তিক সংক্রান্তির রাত্রে আমাকে পাবেই পাবে,—যেখানে থাকি।

গণেশ। এবার মোদ্দা বড় মিস্ কোর্‌বো, আমরা মনে কর্‌চি অক্‌টোবরে বিলেত্ যাবো।

কার্ত্তিক। বেস, তা মিস্ হবে কেন? এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে। আমিতো এবার নৌকায় উঠে ইস্তক কন্‌টিনেণ্ট্‌টা ঘুরে যাব বোলে সুর ধ'রে ছিলেম,—তা—মা বোল্লেন, ডিউকের শোকে বিলাতে সকলে অস্থির সেদিকে এ সময়ে যাওয়া ভাল দেখায় না। আর আমারও বাবার জন্যে একটু ভয় হ'ল, ভাবলেম মেড্‌গাবাদি জমাদার বোলে চোলে যেতে পারে বটে,—কিন্তু সন্ধান পেয়ে চিকাগো এগ্‌জিবিসনে নিয়ে যাবার জন্যে যদি পেড়াপিড়ি করে—তাহ'লে বড় অপ্রস্তুত পোড়তে হবে। গণেশ দাদা তো একেবারে বিরোধী,—আর লক্ষ্মী সরস্বতীরও ইচ্ছে নয় যে এ বছর যাওয়া হয়—কারণ সরস্বতীর এখনো পিয়ানো শেখা হয়নি,—আর লক্ষ্মীর প্যাঁচুবে কয়লায় বেঁধে একটু চোখের দোষ জন্মে গেছে—ভাল চস্‌মা না হোলে তার মুস্কিল।

গণেশ। এবার আর কোন ঠাকুরের বিরোধ রাখ্‌ছিনা,

কলির হাট।

(পঞ্চরং)
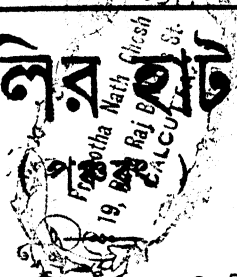
(এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত।)

Lord Fop.

Ay ! but let my people dispose the glasses so that I may see myself before and behind ; for I love to see myself all round.

A Trip to Scarborough.

---

২০ নং ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীনিমাইচরণ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

৩ নং বীডন্ স্কোয়ার "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"

শ্রীপরমসুখ সাহা দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯১ সাল।

মূল্য।০ চারি আনা মাত্র।

তো বল্লুম মার ঘরে গিয়ে বোস্—তার পরে চোলে যাস্।

নসী। অারে একেবারে দোরের কাছে! পালাই কি কোরে? সে দিন্ ওদের পাঁচ জনের কাছ থেকে এবার মা আন্‌চি বোলে টাকা চেয়ে এনেচি, আজ আবার তায় সামনে এখানে ধরা পড়ি! এমন বেখাপ্পা সময়ে এলো যে?

অনঙ্গ। পূজোর বাস্ত!

নসী।—আমার টাকা গুলো সব বার্ কোরে দেতো এখন দেখ্‌চি পূজার কদিন খুব্ আড্ডা দেবে।

অনঙ্গ। হাঁ হাঁ—সে টাকা অা'র বেরিয়েছে।

নসী। সেকি! মন্দির মেরামতের চাঁদার ১৫০ টাকা এনে রেখেছি, মা আন্‌চি বোলে—বামনের ছেলে পাক্কণীও ৩০০ টাকা আদায় কোরেছি! বেরুবেনা কি রকম? আমার এখনই চাই। আজই সন্ধ্যা সময়ে দেশে চোলে যাব।

অনঙ্গ। অন্য বছরে তবু পাঁচ রকমের চাঁদা আদায় কোরে কিছু কিছু দিয়েছো, এবার এই ছাড়া—আর কখন সিকি পয়সা দিয়েছো? বছরান্তে তিন চার শো টাকা দেবেন না, উনি খালি ঝাল ঝাড়তে আস্‌বেন্! কখন আমি এক পয়সা বার কোরে দোবনা। সে মা খরচ কোরে ফেলেচেন।

নসী। তোমার মা কি কল্পতরু হোয়েচে? তিন চার্‌শো টাকা এলো আর খরচ?

অনঙ্গ। বাঃ! আমাদের সাবেক দেনা ছিল না? চিক তাগা চুড়ি খালাস কোরে আন্‌তে হোলনা? উ হুঁ—হুঁ! কিসের গন্ধ বেরিয়েছে!

নসী। দ্যাখ! তুই ওই নিচেটা মুক্ত কোরে ফেলিস।

পাহারা। হিয়া হল্লা মৎ করো, যাও আপনা কামমে যাও। (গাঁটকাটাকে ধাক্কা দিয়া) যাও—যাও—ভিড় ছোড়ো।

[প্রস্থান।

গাঁটকা। (স্বগত) বা শালা! পারা মাথানটা দিয়েছি।

[প্রস্থান।

নিশা। দ্যাখ দুআনা দোব। দুছড়া দাও। ওতে আর কথা কয়োনা।

ফুলওয়া। দিন্। বউনীর সময় আর কি বোল্‌বো। এক্ একটা ফুলের দাম দু আনা।

নিশা। (পকেটে হাত দিয়া পকেট নাই দেখিয়া) অ্যা! একি হ'ল!

নসী। কি হ'ল?

নিশা। সর্ব্বনাশ হোয়েছে। পকেট গেল কোথা? কে কেটে নিলে? ওর ভেতর যে খোকার জুত কেনবার টাকা ছিল। নাও বাবু, তোমার ফুলের মালা নাও ভাল মালা এনেছিলে।

ফুলওয়া। আজ্ঞে তা আমার দোষ কি?

নিশা। আর দোষ কি! যাও--যাও।

(ফুলওয়ালার হাঁকিতে হাঁকিতে প্রস্থান)

নসী। তোমারই পুজো জমকালো। কত গেল?

নিশা। আর কত গেল! সমস্ত বছর খেটে যা কিছু পুজোর খরচের জন্যে টেনে রেখেছিলুম কোন শালার জন্যে? ভোগে এলোনা। (স্বগত) আমারতো গিয়েইছে, কিছু বাড়িয়ে বলা চাই। (প্রকাশ্যে) ২০৲ টাকা কোরে দুখানা নোট, আর নগদ পাঁচ টাকা ছেল।

নসী। ইস্! তা যা যাবার তা গিয়েছে, এখন তবে
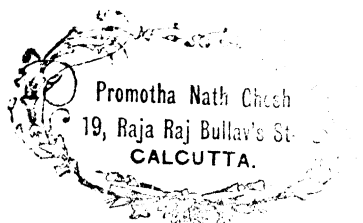
To

BABU MOHENDRO LALL BOSE.

The Tragedian,

Master, Emerald Theatre.

This piece is dedicated by his admiring and ever affectionate friend.

25th September, 1892.

The Author

খুদি। বেস। (কন্যাকে) তোমার নাম কি গা ?
প্রাণকন্যা। মিস্ মেরি রেডি দাসী।
গবেশ। ইস্! আপ্নি যে গোলাপবাগ কোরে ফেলেচেন ? চল ভট্চায্! বড় পিপাসা পেয়েছে, হোটেল থেকে একটা সোডা নিতে হবে।

[খুদিরাম ও গবেশের প্রস্থান।

প্রাণপুত্র। (প্রাণপ্রিয়ের প্রতি) বাবু! মার বের সময় আমায় যে—মা টুপি দিয়েছেলো আজ খুকী তাই নিয়ে আমার সঙ্গে মারামারি কোরেছে।
প্রাণকন্যা। না বাবা! মিছে কথা। (বালকের প্রতি) আমায় মা বলেচে এবার মারবের সময় আমার পোষাক হবে, তোমার কিছু হবেনা দেখো।
প্রাণপুত্র। বাবু! খুকী কি বল্চে।
প্রাণপ্রিয়। দুর খ্যাপা মেয়ে! বল্‌তে নেই।
প্রাণপুত্র। বাবু! ঠাকুর দেখতে যাবো।
প্রাণ। (স্বগতঃ) দেশে কি ঘোর কুসংস্কারের হাওয়া প্রচলিত হোচ্চে! এই শিশুকে এর মধ্যে স্পর্শ করেচে! (প্রকাশ্যে) ঠাকুর কই ? ছ্যা—চল বিস্কুট্ কিনে দিইগে।
প্রাণকন্যা। আমার বড় ঘুম পাচ্চে।

[সকলের প্রস্থান।

(চারিজন মাতালের গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

গীত নং ৪

কে চায় সার্ভিস্ তোর হেল্প কমিশন;
চালাও বারগ্যাণ্ডি ব্রাণ্ডি মুস্কিল আসান।
স্পীরিট না পেটে গেলে, স্পীরিট্ হবেনা মোলে,
সেন্ বাঙ্গালির ছেলে নিগার নেসান,

পঞ্চরঙ্গোক্ত ব্যক্তিবৃন্দ।

পুরুষগণ।

পরেশবাবু, ভট্টাচার্য্য, ক্ষুদিরাম, গোবর্দ্ধন, গোবিন্দ, প্রাণপ্রিয়বাবু, নসীরাম, নিশাচর, কার্ত্তিক, গণেশ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

অনঙ্গমঞ্জরী, কামিনী, ভাবি, শিক্ষিতাছাত্রী-চতুষ্টয়, রসময়ীনাপ্তেনী, মালিনী ইত্যাদি।

ভূত। (স্বগতঃ) আমিই বা কেন ঘুরি! ক্ষিদের জ্বালায় মরি। দেখি ভূঙ্গিকে গিয়ে ধরি।

[ভূতের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথের অপর পার্শ্ব।

(গীত গাইতে গাইতে কেলুয়ার প্রবেশ।)

গীত

সারি রাৎ গুজারি ভালা দাক পিয়া।
তবহি কাজের সে ঝাড়ু লিয়া,
সেলাম বাবু সাব, গোলাম হাজির হুয়া॥
ওহো মেরে জানি, কারসা কারদানী
ছোটা সাব্‌সে বড়া নজরা দিয়া,
তব্‌তো এ পোষাক বক্‌সিস্‌ লিয়া,
যো হুকুম সাব গোলাম কাম বাজায়া॥

[গীত গাইতে গাইতে প্রস্থান।

(কলা গিন্নি স্কন্ধে গণেশ ঠাকুর, ভটচায্যি ও বাদ্যকরগণের প্রবেশ।

ভট্টা। আপনি স্বয়ং কষ্ট করে না এলেও চল্‌তো।

গণেশ। না হে ভটচাজ বোঝো না! শুনিচি গঙ্গার পথে অনেক বদমাইসি হ'য়ে থাকে। বিশেষ তরুণী কামিনী প্রভাতের ঘোরে একা স্নানে আস্‌তে দেওয়া অসমসাহসিকতা। সঙ্গে এলুমই বা! কত তা বড়—তা বড় হ'য়ে যাচ্চে। আমি তো স্ত্রীকে কাঁধে ক'রেচি। কইরে ঢাক কোথা? বাজা।

প্রথম দৃশ্য ।

অনঙ্গমুঞ্জরীর বাটীর কক্ষ ।

(অনঙ্গমুঞ্জরী ও গবেশ বাবু আসীন)

(অনঙ্গমুঞ্জরীর গীত)

কত যে যতন আমি কোরেছি সতত তায় ।
জানিত যৌবন সখি, আর কে জানিবে হায় ॥
দেহ মন মিশাইয়ে, দেখেছি তাহারে দিয়ে,
দুদিনে সোহাগ গেল, বারেক না ফিরে চায় ॥

গবেশ । এই দ্যাখ দেখি কেমন হোল ! বেস ঠাণ্ডা হোয়ে গাইলে, গান্‌টি কেমন লাগ্‌লো !

অনঙ্গ । তুমিই তো গোল কর !

গবেশ । আমি গোল করি ? না তুমি আমায় দেখে ভূতে পাওয়া গোচ হোয়ে গেলে ? বেস গাইছিলে—আমি এলুম আর সব অম্‌নি বন্ধ হোয়ে গেল !

অনঙ্গ । যাক্—তোমার তো হোল—এখন আমার্ কাপড়ের কি হবে ?

গবেশ । তা হবে—হবে !

অনঙ্গ । তা হবে নয় ! সেই ষষ্টির রাত্রে কিনবে না কি ?

তা হোলে আর বছরের মত হবে—সে আমার আদতে পছন্দ হয়নি!

গবেশ। প্রায় দুশো টাকা দামের সাড়ি খানা! অমন পরিস্কার পাড়—তোমার পছন্দ হয়নি?

অনঙ্গ। আহা! উনি যেন জানেন না! বেগুনে রংয়ের কাপড় আমার আদতে পছন্দ হয়? ষষ্ঠীর দিন নতুন কাপড় পোত্তে হয়, আর রাত্তিরে তাই ফেরালেম্ না, নইলে দেখ্‌তে কেমন নিতুম।

গবেশ। কে জানে তোমাদের যে কখন কি পছন্দ হয়—কখন কি হয় না—তাতো বুঝে উঠ্‌তে পারলেম্ না।

(কার্ত্তিকের প্রবেশ।)

(সঙ্গে ময়ূর ও ছাতা ধরিয়া উড়ে বেহারার প্রবেশ।)

গবেশ। হ্যাল্যো! হ্যাল্যো!! কুমার বাহাদুর যে! আন্-এক্‌স্‌পেক্‌টেড্।

অনঙ্গ। কার্ত্তিক বাবু যে! কি ভাগ্যি?

কার্ত্তিক। এলুম তোমাদের দেশে, একবার দেখে শুনে যাই।

গবেশ। অনঙ্গর সঙ্গে কার্ত্তিক বাবুর যে বেস্ জানা শুনা আছে দেখ্‌তে পাই।

কার্ত্তিক। কথায় কাজ কি! গত ত্রিশে কার্ত্তিক রাত্তিরে ওঁর হেথায় নিমন্ত্রণ থাকে, আহারের মধ্যে যোটে ছিল বেললণ্ঠনের বাতির আলো, আমোদের মধ্যে ওঁর মাতালেরা এম্‌নি পা ধোরে টেনে ছিলেন, যে আজও একটু নেংচে চোলতে হয়! শেষে যাওয়ার সময় পাগড়িটে, মায় পরনের কাপড় খানা পর্য্যন্ত ওঁর বেহারাদের হাতে সোঁপে যেতে হয়। এবার যদি অনুগ্রহ হয়—যেন প্রাণে প্রাণে ফিরে যেতে পারি বিবি সাহেব!

(কৰ্ম্মাক্ষ ভট্টাচাৰ্য্যের খঞ্জভাবে প্রবেশ)

গবেশ। প্রণাম, ভট্চায্যি মশাই! পোড়লেন কেমন কোরে?

ভট্টা। হাঁ, বাবা! পোড়ে গেছি কেমন কোরে? প্রবেশের সময়ে মুখটা উত্তরীয় আচ্ছাদন দিয়ে একটু দ্রুত এসেছি,—সাম্লাতে পারিনি। যাক্ পাটায় একটু সামান্য আঘাত লেগেছে মাত্র। এখন একটু গঙ্গা জল আন্তে বল, স্পর্শ কোর—না, থাক—একেবারে সুরধনীতে নিমগ্ন হোতে হবে—"সুরধনী মুনি কন্যা—"

কার্ত্তিক। আচ্ছা, আপনার কি কখন এরূপ স্থলে আসা হয় না? ঠিক বোলবেন্।

ভট্টা। শ্রীবিষ্ণু! মিথ্যা বোল্বো কেমন কোরে! যৌবনের কথা কিছু বোল্বেন্ না, অন্ধ—অন্ধ সে সময়ে লোকের দৃষ্টি থাকে না। এক্ষণে বাবা! বৃদ্ধ হোয়ে পড়েছি - তবে বাবাজীর কল্যাণে আশীর্ব্বাদ কোর্ত্তে এক একবার আস্তে হয়। একবার মাত্র ন্যায়রত্ন ভায়ার সঙ্গে - সঙ্গীত শোনবার জন্য তাঁর সীমান্তনীর স্থানে গিয়েছিলেম্, কিন্তু তাতে আনন্দ হোলনা বড়ই বিভ্রাটে পোড়েছিলেম্।

কার্ত্তিক। কি রকম?

ভট্টা। অন্য মনে কেমন অতিরিক্ত নস্য গ্রহন কোরেছিলেম, একেবারে ব্রহ্মতলে! প্রাণ বহির্গত হয় আর কি? শেষে ন্যায়রত্ন ভায়া শীতল জল মস্তকে দেন তবে শীতল হোয়ে গৃহে আসি।

গবেশ। যাক্, আপনার আবশ্যক কি বোল্লেন না?

ভট্টা। কর্ত্রী ঠাকুরাণী বল্যেন, এবার পূজার অন্যান্য আয়োজনের কোন উদ্যোগ হয় নাই—সে সব

বিষয়ে কিরূপ বন্দবস্ত হবে—তজ্জন্য একবার কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্যে ভাল হয়।

গবেশ। এ বছর আর অন্যান্য বিশেষ কিছু আয়োজন হবে না কেবল আমার দুই একজন বন্ধু খাবেন, আর বৈঠকখানায় আমাদের বাই নাচ হবে। ব্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক গুলো ফেল্ হওয়ায় এবার আমার ঢের লোকসান হোয়েছে, জানেনতো?

কার্ত্তিক। আচ্ছা এবার যে এমন অনেক হ'ল ব্যাপার কি?

গবেশ। র‍্যাশ্ স্পেকিউলেসান,—একে এক্সচেঞ্জ খারাপ তায় বাজার মাতালের মত।

ভট্টা। বাবার আদেশ মত কলা গিন্নির সমস্ত আয়োজন কোরে দিইচি,—শ্রীকলের পরিবর্ত্তে বাগান হ'তে দুটো বড় তাল আন্বার জন্য মালিকে বোলে দেওয়া হোয়েছে। আর বেস্ মোচা পড়া এক ডাগর কলা গাছ কাটিয়ে রাখা হোয়েছে।

কার্ত্তিক। কলাগিন্নি কি বুঝ্‌তে পার্‌লেম্ না!

গবেশ। কি জানেন্ মাথার উপর যখন একটা আইন হোয়ে রোয়েছে, তখন একটু বাঁচিয়ে চোল্যে ভাল হয় না? বয়েস্ যাই হোক্ মাথায় ছোট খাটো দেখ্‌লে একটু গোল বাধ্‌লেও বাধ্‌তে পারে। তার চেয়ে একেবারে মোচা ধরা কলা গিন্নির কথা বোলে দিয়েছি—সাবধানের বিনাশ নাই—কিন্তু আপনাকে আমাদের একটী কাজ কোত্তে হবে।

কার্ত্তিক। বলুন্! আমার সাধ্য মত ক্রুটী হবে না।

গবেশ। মাকে বোল্‌বেন, কপালের চোক্‌টি বুজে থাক্‌তে হবে। আর,—আর বছর যখন আস্‌বেন,

একটু যেন মানুষের মত হোয়ে আসেন। যেমন পোষাক তেমনি সংসর্গ,—আর দশ বারটা হাত আজ কাল কি আর চলে? পাঁচ জন সাহেব সুবো দেখতে আসে।

ভট্ট। যথা কথা, যথাকথা—শাস্ত্রে আছে "যস্মিন্ দেশে যদাচার—"।

কার্ত্তিক। আচ্ছা, আমি মাকে বোলবো, হাতের জন্যে আপনাকে বড় একটা ভাবতে হবে না, দেড় পাঁচ ছয় টাকা চালের মোন হওয়াতে জগন্নাথ খুড়োর মতন আমাদের সকলেরই হাত পেটে ঢুকেছে,—দু—দু—হাত খেটে খেকো লোক না থাকলে নয়—তাই আছে। সংসর্গের কথা কিছু বোলবেন্ না, চোরা আজকাল মার—বড় ফেভারিট্। সেই জন্যে যার বাবার সঙ্গে ঝগড়া—বাবা বলেন, দুর্ভিক্ষ হোয়েছে—মার্ কিন্তু চোরাকে পাঁচ তরকারি ভাত দেওয়া চাই,—আবার তার ঘর খরচের জন্যে দেশেও টাকা পাঠান চাই—বলেন কলাবউয়ের ছেলে হোলনা, কার্ত্তিক বে কোল্লো না, এটিকে ভিক্ষেপুত্র নেবো। বাবার মত নেই, তাইতে মা রাগ কোরে যাচ্ছেতাই বোলেছেন কদিন ধোরে কথা কন্নি।

গণেশ। তবে কি বাবা আসেন নি?

কার্ত্তিক। এসেছেন,—তবে পূজো বাড়িতে সেঁধ্‌চেন্ না। সেজন্যও বটে, অন্য একটু কারণও আছে। টেক্‌সো বাকি পড়ায় খানকতক ওয়ারেণ্ট্ বেরিয়েছে পাছে বলদ শীল করে, এই জন্য দেখা দিচ্চেন্ না। ঘত ভূত নিয়ে এমনি গাঁজা সুরু কোরেছেন যে সরকার বাহাদুর বোধ হয় গাঁজার ডবল লাইসেনস
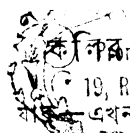
কোর্‌বেন। যাক্‌—এখন ভট্টাচার্য্য মশায় উপস্থিত আছেন এই ব্যাপারে আমায় একটা ব্যবস্থা কোরে দিন—তিনদিনের মত তো প্রাণ আপনার হাতে,—ওরি মধ্যে স্ক্রিণের আড়ালে আমার জন্য একটু আলাদা খাবার বন্দোবস্ত কোরে রাখ্‌বেন। কিন্তু সাবধান! চোরা না জান্‌তে পারে—তা হ'লে বেবাক্‌ মেরে দেবে।

গবেশ। আর যদি অন্য কেউ দেখ্‌তে পায়?

কার্ত্তিক। নেটিভ্‌দের মধ্যে ওই একটা মস্ত অসভ্যতা সভ্য জাতিদের মধ্যে দেখুন স্ক্রিণের আড়াল দিয়ে যা ইচ্ছে তাই কোর্‌বে—কেউ উঁকিমেরেও দেখেনা—কেউ ঠেলেও ঢোকে না। হাঁ—যেমন কোরেই হোক্‌ আমার এ ব্যবস্থা না কল্যে খাওয়া দাওয়া হবে না। একে হট্‌ ক্লাইমেট—তায় আলোচাল খেয়ে এ সময়ে ঠিক কলেরায় পোড়্‌বো। গনেশ দাদাকে যার ভয়ে ছুঁচো নিয়ে আন্‌তে দিলুম না।

ভট্টা। তা হবে, তার্‌ আর্‌ কি! আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মতে বন্যকুক্কুট্‌ ভোজন তো চলিত আছে—আর ঔষধার্থে সুরাপান,—এতে কার আপত্তি হোতে পারে?

কার্ত্তিক। জয় জয়কার ভট্‌চার্য্যি মশাই!! এই তো ব্যবস্থা রোয়েছে! ঐ যা,—পাঁচটা বেজে গেল আমি চল্লুম্‌! একটা এনগেজ্‌মেণ্ট্‌ আছে।

(প্রস্থানোদ্যত)

উড়ে। দান ধক্কা,—দানধক্কা।

[কার্ত্তিক ও উড়ে বেহারার প্রস্থান।

(অনঙ্গমুঞ্জরীর পুনঃ প্রবেশ)

অনঙ্গ। ভট্‌চার্য্যি মশাই! মা সাহস কোরে বোল্‌তে

পাচ্ছেন না,—দোয়াদশীর দিন সকালে যদি একবার অনুগ্রহ কোরে পায়ের ধুলো দেন্—

ভট্টা। হাঃ হাঃ হাঃ জনার্দ্দনের যদি তাই ইচ্ছা হোয়ে থাকে, তা হবে—তার আর কি?

গণেশ। ভট্‌চার্য্যি মশাই! আপনি এখন বাড়ী যান, আমি সন্ধ্যার পর—একটু ঘুরে বাড়ী গিয়ে, কি কর্ত্তে হবে বোলে দেব। খুদিরাম বাড়ীতে আছে?

ভট্টা। হঁ্যা আছে বইকি! রাম রাম! সেই এক যন্ত্রণা হোয়েছে। কোথা থেকে ভায়া একটা ইংরেজী পাজামা আর কোর্ত্তা এনেছেন তাই পরিধান কোরে প্রাঙ্গনময় কুর্দ্দন কোরে বেড়ান হোচ্চে; ভট্‌চার্য্যি ব্রাহ্মণের ছেলে—

গণেশ। হাঃ হাঃ! ভট্‌চার্য্যি নেহাত বিলেত যাবে বোলে খেপে উঠ্‌লো। অনুগ্রহ কোরে একবার তাকে আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে বোল্‌বেন। এখন আর বিলেত গেলে জাতও যাবে না প্রায়শ্চিত্তও কোত্তে হবে না ভট্‌চার্য্যি মশাই।

ভট্টা। বাবা! তোমরা ধনকুবের! তোমরা মনে কোল্যে সব কোত্তে পার। আর কেন? বিলেত কি একটা দেশ নয়? শাস্ত্রে বলে' "দেশাটনং পণ্ডিত মিত্রতাচ বারাঙ্গনা রাজসভাপ্রবেশ—" এ গুলো দেখা শুনা করা চাই। যাক্—মা লক্ষ্মী! আমায় একবার বহির্গমন পথটা দেখিয়ে দাও।

অনঙ্গ। ওমা—ভট্‌চার্য্যি মশাই যাচ্চেন—একবার পথটা দেখিয়ে দেনা মা! আপনি এগিয়ে যান্।

[ভট্টাচার্য্যের প্রস্থান

গণেশ। আমিও তবে যাই—রাত্তিরে পারিতো আস্‌বো এখন।

অনঙ্গ। না, না, এসে কাজ নেই! একেবারে বিজয়ার দিন এস। আমি এই ছেঁড়া কাপড় পোরে বিছানায় মুখ গুঁজড়ে, এক রকম কোরে তিনদিন কাটিয়ে দোব।

গবেশ। মুখ গুঁজড়ে থাকতে হবে কেন? কাপড় পেলেইতো হ'ল; আমার কেনা আছে সন্ধ্যার পর পাঠিয়ে দেব। কিন্তু এবার বড় টানাটানী, বেশী বায়না কোল্যে পারবোনা।

অনঙ্গ। আমায় প্রায় কিনা বায়না কোত্তেই দ্যাখ, কই তোমার কোবরেজ আমার ওষুধ পাঠিয়ে দিলে না?

গবেশ। হাঁ বোলে পাঠিয়েছে প্রাণবল্লভ তৈয়ারী নেই; এখন দিনকতক একটু একটু মকরধ্বজ খাও। এক বেলা মাখম দিয়ে, একবেলা পটলের সত্ত্ব দিয়ে। আর অকটোবরে যখন বিলেত যাওয়া হোচ্চে—বিলিতি হাওয়া লাগলে—ওসব সুধরে যাবে।

অনঙ্গ। স্যাকরার ওখান থেকে গয়না গুলো আনতে হবে। কিছু টাকা এখন দাওনা।

গবেশ। পরে দিলে চলতে পারবে, এখন তবে যাই। দ্যাখ অষ্টমীর রাত্রে বৈঠকখানায় বাই নাচ হবে। যেও, গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

[গবেশের প্রস্থান।

(কোচের পশ্চাৎ হইতে নসীরামের প্রকাশ)

নসী। গিয়েছেতো? হাঁপ ছেড়ে বাঁচি; শালার রাঁড়ের বাড়ি যত রাজ্যের খবর—এর পর বাড়ির শালগেরাম্ ঠাকুর আসবেন্ দুবেলা ভোগের পয়সা চাইতে!

অনঙ্গ। তা তবু শিগ্যির শিগ্যির গিয়েছে। আমি ভাবলুম—আজ বুঝি তোমার ওই খানেই শ্রাদ্ধ। তোকে

অনঙ্গ। কেন—কি হোয়েছে?

নসী। আর কি হোয়েছে! আমার মাথা আর মণ্ডু! শালার গন্ধ ফুরয়না। কতক্ষণ চেপে থাকা যায়? বমি কোরে ফেলেছি?

অনঙ্গ। ওয়াক—ওয়াক—ওগো মাগো! এযে গুয়ের মত গন্ধ! উঁ হুঁ হুঁ!

নসী। চুপ—চুপ—চ্যাঁচাসনি। আচ্ছা আমিই সাপ কোচ্চি!

অনঙ্গ। উঁ হুঁ হুঁ ছুঁওনা—ছুঁওনা! ওয়াক—ওয়াক।

নসী। তবে তুই মর—আমি পালাই এখন। সন্ধ্যাব পর আসবো। কোন ওজর শুনবোনা—আমার টাকা চাই!

অনঙ্গ। সর, সর,—আমি পালাই প্রাণ যায়। এ গন্ধে কি মানুষে টেঁকতে পারে?

নসী। ফের চ্যাঁচাচ্চিস? থাক তবে।

[দ্রুত নসীরামের প্রস্থান।

অনঙ্গর মাতা। (নেপথ্যে) বাবা! দাঁড়াও—দাঁড়াও। কোথায় যাচ্চ? রাগ কোরে যাচ্চ নাকি?

নসী। (নেপথ্যে) না,না, বড় দরকার আছে—আমি এখনি আসচি।

অনঙ্গ। (স্বগতঃ) আর তোমার টাকা বেরিয়েছে—সন্ধ্যায় এস—আর সকালেই এস! যাক্ একটা মেথর ডেকে ঘরটা সাপ কোত্তে হবে, না হয় মা ই কোরবে।

(গীত গাইতে গাইতে রসময়ী নাপ্তিনীর প্রবেশ।)

গীত।

আয় তোরা কে আলতা দিবি পায়।
রসময়ী নাপতিনী আজ এসেছে পাড়ায়॥

আমার হাতের আলতা পরা, রাঙ্গারূপে সোহাগভরা,
যেচে নাগর দিবে ধরা,(ওনাগরী)
ওলো দেখবি কেমন মন যোগায়॥

অনঙ্গ। কেগো নাপ্‌তে দিদি যে! আজ যে আবার?

রস। কাল শুধু হাতে ফিরে গেলুম, আজ তোর বাবু কই ভাই? পাব্‌নী আদায় কোত্তে এলুম।

অনঙ্গ। সকালে আসতে হয়।

রস। পূজার বাজার অনেক জায়গায় ঘুত্তে হয়, সকালে কি উঠতে পারি? তা তুই দিদি নিয়ে রেখে দিস, আমি এক সময় এসে নিয়ে যাব। চ—তোকে আল্‌তা পরিয়ে যাই, এর পর একবার গেরস্থ পাড়ায় যেতে হবে।

[অনঙ্গসুন্দরী ও রসময়ী নাপতিনীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ—সম্মুখে শৌণ্ডিকালয়।

বারাণ্ডায় কামিনী ও ভাবি আসীনা।
(শিক্ষিতা তরুণী ছাত্রী চতুষ্টয়ের গান
করিতে করিতে প্রবেশ।

গীত।

একজামিন দিয়ে এলেম সকলে।
আজ গ্র্যাণ্ড গ্যাদারিং টাউন হলে।
দেখে শুনে হদ্দ মেনে, যেন মিন্‌সে গুলো কাণ মলে॥
হব ওকলাতীতে পাশ,
গলায় আচ্ছা দিব ফাঁস,

দেখবো তাদের মুন্সি আনা, কেমন চলে বার মাস,
আবার ডাক্তারি কোরবো যখন (ওসে) পোড়বে
এসে পা'র তলে ॥
ঘরের কোণেতে বোসে,
সদা মরি আপ্‌শোষে,
পুরুষের বশ হোয়ে পোড়া ব্যবস্থার দোষে ;
এবার বার মহলে বাহার দেব, অবলা আর কে বলে।
[ছাত্রীগণের প্রস্থান।

(গোবিন্দ ও গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

গোব। অ গোবিন্দ! চৈরাঙ্গি আলাম নাকি ?

গোবিন্দ। তোর যেমন বোকা বুদ্ধি! চৈরাঙ্গি আস্‌বো কোথা হতে ? এই তো সোজা পথ ধোরে আস্‌চি। চ—চ দুখানা সাবুন, বর কাকুই দুখানা আর মাথাঘসা নিতি হবে। ঐ যা! বর ভুল হোয়ে গিয়েছে, রামনণি যে দ্রব্যগুলা লইবারে কইয়া দিছলো, তার তালিকাখান্‌ বাসায় ছেরে আস্‌চি।

গোব। তুই বাসায় ফিরে চ। এই দ্যাখ আমার বুক গুর্‌ গুর করচে—ঘর্ম্ম হোচ্চে—আমি তো রইতে পাচ্চি না।

গোবিন্দ। আরে তুই এমন গর্দ্দভ—সহরে আলাম কিছুই দ্যাখলাম শোন্‌লাম না—বাসায় চ—বাসায় চ। আজ ছয় দিন যাবত্‌ আস্‌চি, বাসায় রদি রলাম তবে সহরে আলাম কি কামে ?

গোব। তুই যাস না যাস আমার বাসায় থুয়ে আয়। চৌধুরী মশায়কে কইয়া রাখচি—খাবাদাবা কোরে এক দিন বালো কোরে তেনার সঙ্গে সব দেখে আস্‌বো।

গোবিন্দ। আরে তুই কি মিছা বকাবকি কোরে আমার

মুণ্ড গুরাইয়া দিলি? পথটা যে ঠাওর কোত্তে পাচ্চি না। এডা—না এডা? এই পথে আসছিলাম না?

গোব। হালার পো হালা মজাইছেরে। (মাথায় হাত দিয়া উপবেশন)

গোবিন্দ। র, র, ওঠ ওঠ। ঐ দুটা ভদ্দর লোক আসচে ওদেরে জিগাই।

(নসীরাম ও নিশাচরের প্রবেশ)

নিশা। ব্যাটা একাদশী বাড়ুয্যে, ওর বাড়ীতে আবার নেমন্তন্ন যাবে! বাতাবী নেবু কুচিয়ে দুর্গোৎসব সারেন। খাবার আয়োজনের মধ্যে মান্ধাতার আমলের বোঁদে দুটি—আর জিলিপী এক খানা কোরে। প্রণামী চার গণ্ডা পয়সাই মাটি—আমি তো যাচ্চি না।

নসী। দ্যাখ বাবা! আমায় বাহাদুরি দাও। ঐ লোকের কাছ থেকে ফন্দি কোরে টাকা বার কোরেচি। কদিন পেসাদের ব্যবস্থাও যোগাড় যন্ত্র কোরে সুবিধামত কোরে নিতে হবে। আবার যাত্রা আছে শুনতে হবে।

নিশা। ভারিতো যাত্রা! পঞ্চমী থেকে পুজো বাড়িতে—মুটের মত খাটবে, বাজাবে নৈবিদ্দি বইবে—যাত্রা গাইবে শেষে ঠাকুর বিসর্জন দিয়ে এসে ঢোল বাজিয়ে বাড়ি যাও। পাঁচ সিকি বরাদ্দ, তাচ্চেয়ে ঘুমনো ভাল।

গোবিন্দ। মশায়!

নসী। কেরে বাপু! হাঁ কোরেই আছে? কি—কি চাও?

গোবিন্দ। আপনি কইবার পারেন আমাগোর বাসা কোন পথে।

নসী। এতো ভাল উৎপাত দেখচি! তোমাদের বাসা

কোন পথে, আমরা জানবো কি কোরে ? কোথাকার আমদানী বাবা !

গোবিন্দ। মশয় হালার বাই হালা লৈতন সহরে আসচে! এডাকি সেডাকি করে মুণ্ডু ঘুরায়ে দিছে। ঠিক ঠাওর হোইছেনা।

নিশা। পথের কিছু নিসানা কইতে পার ?

গোবিন্দ। প্রবীণ বৃক্ষ আছে।

নিশা। প্রবীন বৃক্ষ—নারকেল গাছ ?

গোবিন্দ। হয়।

নসী। এ পথেতো নারকেল গাছ নেই! নিমগাছ ?

গোবিন্দ। হয়।

নসী। হোয়েছে।

গোবিন্দ। বাত্তির রোসনাই আছে, জলের খুটি আছে বরো রাস্তার উপর। হৈছে—হৈছে। গির্জা আছে।

নসী। আচ্ছা 'গির্জা আছে, বুঝিছি। এই পথ ধোরে বরাবর পুবে যাও তার পরে উত্তরে। ঐদিকে অনেক আমদানী আছে বটে।

গোবিন্দ। চ-রে-চ ! এইবার ঠাওর হইছে।

গোবিন্দ ও গোবর্দ্ধনের প্রস্থান।

নিশা। যাক্, এখন সমস্ত রাত্তির সহর দেখ্‌্‌গে। বাসার যত ঠাওর পাবে তা বোঝা গেছে। নসীরাম! আজ্ চল এক জায়গায় ওঠা যাক্। এমন রাত্তির বাজে যাবে ?

নসী। (স্বগতঃ) মন্দ নয়! আজ্ আর্ ওদের বাড়ির দিকে ঘেঁস্‌চিনি, আজ এর হাত দিয়েই রাত্ কাবারের পন্থা দেখা যাক্। (প্রকাশ্যে) কোথায় যাবে বল দেখি ?

নিশা। তুমি হ'লে একজন অয়েফ্ লোক, তোমার

কাছে আমি সন্ধান দেব? আচ্ছা—ওই জরির টুপি মাথায়—বই হাতে ও কে?

নসী। ও চোরবাগানের ফিরিঙ্গি কামিনী! মেছুরির গলিতে আগে ছিল, বেস গাইতে জানে বয়েস অল্প, ওখানে অনেকের ঝোঁক্। দেখেছো, তোমার দিকে চেয়ে হাস্‌চে।

নিশা। চল তবে ঐখানেই যাওয়া যাক্।

(বেলফুলওয়ালার প্রবেশ)

ফুলওয়ালা। চাই জুঁয়ের গোড়ে বেলফুল, চাই ফুলের গয়না।

নিশা। ফুলের মালা ও ছড়া নেওয়া যাক্।

নসী। এই জুঁয়ের গোড়ে বেলফুল! ভাল মালা আছে

(বেলফুলওয়ালার নিকট আগমন—গাঁটকাটার প্রবেশ।)

গাঁটকাটা। (স্বগতঃ) পূজোর বাজারে এমন আঁধার তো কোনকালে দেখিনি। সব শালার ট্যাঁক খালি। তিন দিনে তিন টাকা রোজগার হোল না। দেখি এই সিঁতেওলা বাবুটার দেখি।

(অগ্রসর হওন ও নিশাচরের পকেট কর্ত্তন করিয়া দূরে আসিয়া টাকা দর্শন।)

গাঁটকা। (স্বগতঃ) এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনা, আর একটা ডবল পয়সা পারা মাখান—হঁথা লাভ বাবা!

(পাহারাওয়ালার প্রবেশ ও ধৃতকরণ)

পাহারা। (গাঁটকাটার প্রতি) এই শালা জুয়াচোর! হিঁয়া বদ্‌মাসী লাগায়া?

গাঁটকা। কিছু বোল না বাবা! এই নাও,—তুমি কিছু নাও,—জল খেও।

(পাহারাওয়ালার হস্তে পারামাখান মুদ্রা প্রদান।)

নসী। (অগ্রসর হইয়া) কি হোয়েচে? কি হোয়েচে?

বিলিতি বিষ্ট গুলো তারাও মানুষ হয়ে এলো ;
করেজ করেজ চাই রিফর মেশান্, চাই ইম্যানসিপেশান ॥

প্র মাতাল। মামা! এই তোমার ভলেন্টিয়ারের দল এসে হাজির বাবা। দেখো এবারে বিলেতে পাটী নাচালিয়ে ছাড়্বো না।

দ্বি-মা। ওরে শুনিচস্! বিলেতে মড়া পোড়ান সুরু হোয়েছে।

প্র-মা। এই বার তবে আমাদের গোর দিতে সুরু করা উচিত।

দ্বি-মা কেন?

প্র-মা। সভ্য জাতির অনুকরণ করা চাই! তারপর আমরাও যত সভা হোতে আরাম্ভ কোর্বো ওমনি দুএকটা কোরে জ্বালান ধোর্বো।

দ্বি-মা। তুই দেখ্বি, এই যে বিলেত যাওয়া সুরু হোচ্চে! এর ভেতর ফন্দি আছে। পার্লামেন্টে যত গুলি সিট্ আছে চুপী চুপী গায়ে হাত বুলিয়ে বাক্যি সাক্যি দিয়ে এক একটী কোরে সবগুলি দখল করা চাই। তার পর রান রাজত্ব। ছুচোকো ফাঁসি দাও বাবা।

(নেপথ্যে তোপধ্বনি)

প্র-মা। ওরে তোপ পোড়্লো বুঝি! চ আমরা পাশের ঘরে যাই।

তৃ-মা। না, দাঁড়াও। খুদিরাম আর গবেশ বাবু হোটেলে খাচ্চে দেখে এসেছি। আমরা দুই জন্ গিয়ে জুটগে। আহারও হবে, চাটের জোগাড় ও কোরে আনবো।

[চতুর্থ ও তৃতীয় মাতালের প্রস্থান।

প্র-মা। বাস্তবিক আবকারির রেভিনিউতে যেরূপ

সাশ্রয় হোচ্চে, গবর্ণমেণ্ট্ থেকে আমাদের এক একটি রায়বাহাদুর খেতাব দেওয়া উচিত।

দ্বি-মা। গবর্ণমেণ্ট দিগ্ আর না দিগ্, আমি তোমায় হিজহাইনেস্ কোরে দিতে পারি, মায় রয়েল পর্য্যন্ত। কিছু পয়সা যদি খরচ কত্তে পার।

প্র মা। কেমন কোরে? আমি যে ভূমি শূন্য।

দ্বি-মা। কেন! তোমার পেট্রনেজ নাইট বোলে থিয়েটারের বিল বার কোত্তে পারি সহর সুদ্ধ গুল-জার হবে। শুনেছিস্ সেদিন বলভদ্দরের বাড়ীতে মেথরদের একঘরে কর্‌বার কি পরামর্শ হয়েছিল!

প্র-মা। যাগ্ ওসব বাজে কথায় আমাদের সময় নষ্ট কোরে কাজ নেই। চল এখন মামার ব্যাক্‌ডোর খোলান যাক্।

(খুদিরাম ভট্টাচার্য্যকে কাঁধে করিয়া মাতালদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ।)

প্র-দ্বি-মা। একিরে! একিরে?

তৃ মা। খুদিরাম ভট্‌চায্। আমরা যেই গিয়ে পড়িচি পাছে ওর ভাগে বকরা বসাই, অম্‌নি দুহাতে গালে পুর্‌ছেন, শেষে ওলেনা! এখন হনুমানের আঁটি-লাগা হোয়ে আছেন। গণেশবাবুর বাড়িতে দর-কার ছিল চোলে গেলেন, এটাকে হাঁসপাতালে নে যেতে হবে।

প্র-মা। আরে নানা, নানা, আমি ঠিক কোচ্চি। ভট্‌চার্য্যের ছেলে সাদা চোকে মুরগী কি চলে বাবা! ভট্‌চায্!

খুদি। ওঁক।

প্র-মা। দাঁড়াও বাবা! একটু ষ্টিমিউলেণ্ট নাওতো পেটে! এখনি নেবে যাবে। (খুদিরামের মুখে

মদ্য প্রদান) হোয়েচে, ডোক গিলেচে। ভট্‌চায্‌ একবার মুখ্‌টা খোল আর একটু দিই।

(প্রথম মাতালের গীত।)

একবার বদন তোল প্রাণ হেরি বিধু ত্যখেন হাসি।
আমি যে দেখ্‌তে বঁধু পাগল হোয়ে আসি ॥

দ্বিতীয়। চরে! ওই দ্যাখ্‌ প্রাইভেট্‌ রুমে আলো দিয়েচে! একে এক পাশে ফেলে রাখ্‌বো এখন। মধ্যে মধ্যে একটু একটু দিলে এক ঘণ্টার মধ্যে। বমিটমি কোরে ঝেড়ে উঠ্‌বে।

[খুদিরামকে ঝোলাইয়া মাতালগণের প্রস্থান।

(দ্রুত বেগে দুর্ভিক্ষের প্রবেশ ও তৎপশ্চাৎ এক ভূতের প্রবেশ।)

ভূত। দাদা! দাদা! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে!

দুর্ভিক্ষ। কেও! ভায়া নাকি? তুমি যে এখানে?

ভূত। আর দাদা! প্রাণ যায় আর কি! কোথায় ঠাওরালুম মার বাপের বাড়ি খুব খাব! তা-নয় বাবার খেয়াল, এই ভাঙ্গা মন্দিরে আড্ডা নিয়ে আছেন, আর তোরা চোরে খা। তুমি পালাচ্চ কোথা?

দুর্ভি। আর ভায়া! এ দেশে কি আর টাঁ্যাকবার যো আছে? ক্ষিদের জ্বালায় মরি, যে ঘরে যাই দেখি সবাই আমারি মতন। আমার নাম কোরে আর পাঁচ জনে খায়। ভায়া! আমার দুমুটো জোটে না।

ভূত। আমি তোমায় খুঁজ্‌ছিলেম। বলি এ রকম কোরেতো আর দিন কাটে না, তুমি যদি যোগাড় যন্তর কোরে আমায় একটা চাকরি কোরে দাও।

দুর্ভি। আর ভায়া! চাক্‌রির বাজার বড় গরম। দশ পোনের টাকা মাহনের ওপর নেই। তা ও

পোষাক প্রভৃতি ত খরচা বাদ সাত টাকায় দাঁড়ায়। এতেও লোকে শ্মশানঘাটে খবর নেয় কেরাণী মোল্ল কিনা। মুটেগিরি কোরে যে খাবে, তারও যো নেই! শুনচি সব বিলিতি মুটে হবে। তাদের কাছে কি পেরে উঠ্‌বে?

ভূত। ও সব কিছু চাইনে দাদা—ওসব কিছু চাইনে। ওতে লাভের ভাগ লাথি গালাগাল। প্যায়দার বেহদ্দ দাদা! আমায় একটা চৌকিদারি যদি যোগাড় কোরে দিতে পার! বনে বাদাড়ে পোড়ে ঘুমুবো, সরকারি চাকর, কোন শালার চোক রাঙ্গানি সইতে হবে না। থাক্‌বো সুখে পয়সা কড়িও আস্‌বে হাতে।

দুর্ভি। আমি তো এখন চল্লুম সাগর পার, ফিরে এসে দেখা যাবে। তুমি তদ্দিন চেহারাটা একটু বাগিয়ে নাও। নৈলে লোকে দেখেই আঁৎকে উঠ্‌বে। ওটা কি আস্‌চে ভায়া?

ভূত। ওটা মনিষ্যি পালের চাঁই। বাবার ঝুলি থেকে সিদ্ধি চুরি কোরেছিল! তাই বাবার রেজোলিউসানে ওর ঘাড়ে একটা উপদেবতা চেপেছে। যাক্—এখন ভুগুগ্‌গে।

(বক্ষে S G মার্কাওয়ালা প্রকাণ্ড ভূতের মুখে লাগাম দিয়া তদুপরি উপদেবতার প্রবেশ।)

উপ। হাঁ হাঁ! আবি ঠিক হুয়া চলো। ঘোড়া কড়া না হোনে সে সিধা হোতা নেই কালা বাংলি!

[উভয়ের প্রস্থান।

দুর্ভি। ভায়া! এই বেলা নিষ্কৃতি থাক্‌তে থাক্‌তে আমি সরি।

[দুর্ভিক্ষের প্রস্থান।

মা! আমি কোন ক্রটী করিনি মা। মেজো খুড়োর ছেলে গুলো নেহাত বোয়ে গেছে মা। বিষয়ের ভাগ সমান নিলে, পূজো তুলে দিয়েচে মা। বাজে খরচ করে না, তুমি তার বিচার কোর মা।

অনঙ্গ। গবেশবাবু! আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দাও! আমার অসুখ কো'চ্চে, আমি বোসতে পাচ্চি না। বাড়ীতে—মা একলা আছেন। (উত্থান)

ভট্টা। যাত্রাওয়ালারা এয়েছে! যাত্রাওয়ালারা এয়েছে।

গবেশ। (অনঙ্গের প্রতি) বোস বোস, যাত্রা শুনে যাবে।

অনঙ্গ। তবে আমি বৈঠকখানায় যাই।

[অনঙ্গের প্রস্থান।

ভট্ট। ওরে শিগ্গির শিগ্গির যায়গা কোরেদে যাত্রা হোক।

(অধিকারীর প্রবেশ)

ভট্টা। অধিকারী মহাশয়! কিসের পালা হবে?

অধিকারী। তারার পুনর্বিবাহ—বা সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক।

ভট্টা। তারার পুনর্ব্বে! নতুন পালা নাকি?

অধি। তোমার বাড়ী এখানে নয় বুঝি? আমাদের জয় নিশেন, তিন হাজার আসর পাওয়া হোয়েছে। যেখানে হোয়েছে—লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেছে। শোন আগে—বুঝ্‌বে। তবু উপরোউপরি কদিন গেয়ে সকলের গলা ভেঙ্গে আছে।

ভট্টা। আর দেরি করা কেন? শিগ্গির শিগ্গির ব'সিয়ে দিন্।

অধি। আমা'দের খাবার দাবার টিকে তামাক সব সাজ ঘরে দেওয়া হোয়েছে?

ভট্টা। মহাশয়! কার শ্রাদ্ধ কে করে? কর্ত্তার অবস্থা দেখতে পাচ্চেন না?

অধি। সে কি হোতে পারে? তা হোলে গাইবো কেমন কোরে?

ভট্ট। আচ্ছা, আপনারা বসিয়ে দিন, আমি দেখি— যদি বৈঠকখানায় কিছু খাবার থাকে।

অধি। আর রসদ।

ভট্ট। যে আজ্ঞে!

[ভট্টাচার্য্যের প্রস্থান।

অধি। ওরে ছোকরারা! সব বেরিয়ে আয়।

(বাজিয়ে ও দোহারদের যন্ত্র লইয়া
প্রবেশ ও যন্ত্র মেলান।)

অধি। কই? এতো দেরি? এখনো তোদের সাজা হোল না?

(যাত্রার বালকগণের প্রবেশ ও নৃত্য)

পরেশ। পালা আরম্ভ কর।

অধি। নাও—নাও, এই বার গোড়ায় আগমনী গান খানা গেয়ে পালা আরম্ভ কর।

(যাত্রা ওয়ালা সকলের গীত)

গীত

মরি হায় হায়।

(হায় হায়) দ্যাখরে দ্যাখরে কত শোভা রাঙ্গা পায়।
„ যে চরণ পাবার তরে, যোগী জন সাধন করে,
„ সমনের ভয় থাকেনা রে, ত্রিতাপ পালায়॥
„ পূজি পদ সুরথ রাজা, হয়েছিল মহাতেজা,
„ সমাধি করিয়া পূজা, দিব্যগতি পায়॥
„ যে চরণ শরণ নিলে, ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ মিলে,
„ ভক্ত বাঞ্ছা পূরাইতে, উদয় ধরায়॥

(তীক্ষ্ণ শর বক্ষে স্থিত—মৃত বালিকে বহন করিয়া বানরগণসহ তারা ও অঙ্গদের প্রবেশ।)

অধি। চুপ চুপ! রাখ—রাখ—এই মাঝখানে রাখ। তারা একটু খড়ি মাখান?

তারা। যে সাজাচ্চে—সে বোল্যে—তোমাদের মুখ কাল থাকবে।

অধি। আহা! সে যে লঙ্কাকাণ্ডের পর থেকে! আচ্ছা বোস—বোস। ভাল কোরে বোস। আস্তে আস্তে বল।

তারা। (বসিয়া সখেদে) বাপ্‌রে অঙ্গদ! প্রাণ যায় বাপ! আমিতো বিধবা হোতে পার্‌বোনা রে! তোকে কেমন কোরে পিতৃহীন দেখবো বাপ! হায়! যে ল্যাজে রাবণকে সাত সাগরের জল খাইয়ে ছেল। ওহো—কি বোলবো।

(জুড়িদের গীত)

গীত

মরি মরি প্রাণ যায় না রহে জীবন।
যার ল্যাজে ভয়ে ভেজে ছিল দশানন॥

(দোয়ার গণ)

মরি মরি প্রাণ যায় না রহে জীবন।
যার ল্যাজে—

(দ্রুত ভূত প্রেতগণসহ বলদেবের খুর, শিং ও ল্যাজ হস্তে করিয়া মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব। ভগবতি! ভগবতি! ওঠো। আমি বোলচি ওঠো। এ স্থানে আর তিলার্দ্ধ থাকবোনা। এই দ্যাখ আমার বাহনের কি দুর্দ্দশা। তোমার ভক্তেরা কোরেছে। তার শির খুর আর ল্যাজ ছাড়া কিছু

পাওয়া যাচ্চেনা। দেরে—দে পাষণ্ডগণ! এখনি আমার বলদ এনে দে। নইলে এখনি আমি দক্ষ যজ্ঞের মত, সকলের ছাগ মুণ্ডু ব্যবস্থা কোরবো।

(ভূতগণের তর্জ্জন গর্জ্জন)

(সকলের সচকিতে উত্থান ও গীত)

জমজমাট কি কলির হাট।
হেথা নাইক আচার, নাইক বিচার,
নাইক ধর্ম্মকর্ম্মের পাট ;—
হেথা ভায়ে ভায়ে মুখ দ্যাখা নাই
আপন ঘরে সবাই লাট॥
হেথা শ্রদ্ধা ভক্তি, মদে মুক্তি,
সুটার হাউস কালীঘাট।
কেউ পইতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী,
কেউ বা ভণ্ড পেট্রিয়াট॥

(সহসা সিংহোপরি মহিষ-মর্দ্দিনী চণ্ডীর আবির্ভাব।)

সকলের গীত।

"ঘুচায়ে অসুর জ্বালা, সুরে রক্ষি শৈল বালা,
মা অম্বিকা দেব দলে, মহাশক্তি প্রদানিলে,
তেজোময় সব দেব, পেয়ে আনন্দ বিমলা॥
আজি দুঃখিনী ভারত, গোয়ে পুত্র শত শত,
বলিছে ওই হোয়ে পদানত ;
এসমা প্রতি বরষ হরষে
দুখী দেশ হাসায়ে অমৃত হাসে,
মরুভু ভারতে তেজনা মাগো আনন্দ সলিলা॥"
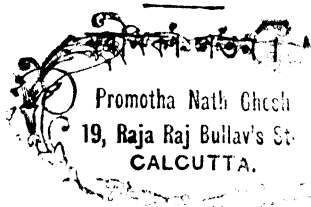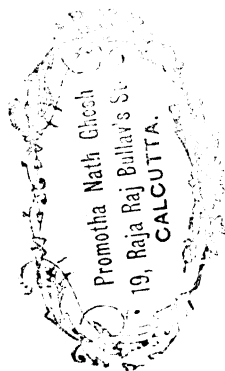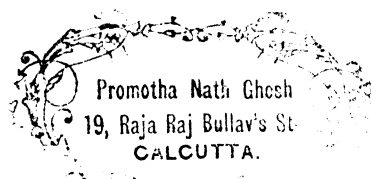
এই পুস্তক এমারেল্ড থিয়েটারে ও ৭০ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ন্যাশানেল লাইব্রেরীতে এবং ৩ নং বীডন স্কোয়ার নূতন কলিকাতা প্রেস ডিপজিটারীতে প্রাপ্তব্য।